ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক যোগে প্রকাশিত

স্রোত

সাহিত্যের স্রোত ও স্রোতস্বী

২৪ বর্ষ ■ সংখ্যা ৬৮-৬৯
সেপ্টেম্বর ২০১৬

আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন সংখ্যা

Published simultaneously from Tripura & West Bengal
SROT
Sahityer Srot O Srotaswi
ISSN : 2278-7658
Edied by : Gobinda Dhar, **Sub-Editor :** Padmasree Majumdar.
Published by: Sumita Paul Dhar
Sangrahashala, Halaimura, Kumarghat-799264, Unakoti, Tripura
Title Art: Sunil Bhowmik.
Cover Design: Chaitanya Fakir
Type setting & Graphics: Arup Debnath-9862466776.
by: Graphiprint, Halaimura, Kumarghat-799264, Unakoti, Tripura.
Contact: 9436167231/9436927709/8014922412
Email: srot_gobinda@rediffmail.com / boibari15@gmail.com
Visit us at: www.srot.co.in
Rs: 300.00

আন্তর্জালে বাংলা ভাষা এবং বুদ্ধিচর্চার প্রজন্মান্তর কাহিনি

সুশান্ত কর

আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে,করি বাংলার হাহাকার ঃ

শিলচর লক্ষ্মীপুরে বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী যখন সরকারিভাবে অসমিয়া ভাষা ব্যবহারের নির্দেশিকা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন আমরা সবাই জানি একেবারেই ভুল কারণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে একটা গেল গেল রব পড়েছিল। 'অসমের ভাষা হবে অসমিয়া' দীর্ঘদিন লালিত একটা ধারণার থেকেই অনেকে প্রথমে পথে নেমে গেছিলেন। পরে যখন জেনেছেন যে বরাকের ভাষাতো বহু আগে থেকেই সরকারিভাবেই বাংলা হয়েই আছে তখন ধীরে ধীরে তারা নীরব হয়ে পড়েন। এই সব বিভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে হীরেন গোঁহাইর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন। এটাই মজার। এটা হয়, বিদগ্ধ মানুষেরাও সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে কিছু গোঁড়ামোকে অজান্তেই লালন করে থাকেন। তিনি যে ভাষারই লোক হোন। তার দিন-কতক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশিকা নিয়েও বেশ হৈচৈ হয়। নির্দেশিকাটি সম্ভবত ছিল সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের এবার থেকে সমস্ত যোগাযোগ, এমনকি আন্তর্জালে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমেও করতে হবে হিন্দি ভাষাতে। দক্ষিণের তামিলনাড়ু সরকার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। এর বাইরেও অনেকে বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন। সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন। ফেসবুক-টুইটারেও এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। পরে জানা গেল, এই নির্দেশিকা তো আগের সরকারই দিয়ে গেছিল মার্চ মাসে,

সূচিপত্র

প্রবন্ধের আন্তর্জাল
আন্তর্জালে বাংলা ভাষা এবং ত্রিপুরার লেখালেখির কাহিনি
দুলাল ঘোষ ১৫
প্রবন্ধ ভুবন
ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন
নকুল রায় ৬৪
দক্ষিণ ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন চর্চার ইতিহাস
অশোকানন্দ রায়বর্ধন ৭১
ছন্দের ত্রিপুরা, কবিতার ত্রিপুরা
মধুমঙ্গল বিশ্বাস ৭৭
হারিয়ে যাওয়া লিটল ম্যাগাজিন
সুনন্দ চক্রবর্তী ৮৭
লিটল ম্যাগাজিন
বিশ্বজিৎ নাথ ৯০
এই সময় এবং লিটল ম্যাগাজিন
অপাংশু দেবনাথ ৯১
প্রসঙ্গ পাঠাগার
জ্যোতির্ময় রায় ৯৩
ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন
গোবিন্দ ধর ৯৬
উত্তর ত্রিপুরার সাহিত্য পত্রপত্রিকা
গোবিন্দ ধর ১০৬
উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা লিটল ম্যাগাজিন
সম্পাদনা অভিজ্ঞতার আনন্দ ও নিরানন্দ
গোবিন্দ ধর ১০৮
ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন
শ্যামল ভট্টাচার্য ১১৪
সম্পাদকের কলাম
শুধু নিজে সম্পাদনা না করলে অপূর্ণ লাগে
সন্তোষ রায়, সম্পাদক : [illegible] ১১৭
সাহিত্যের ছোটো কাগজ "স্রোতস্বিনী"
হরেকৃষ্ণ চৌধুরী, সম্পাদক : অন্তঃকরণ ১২৫
পূর্বমেঘ : একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্যপত্র
রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রদীপ চক্রবর্তী
সম্পাদক : পূর্বমেঘ ১২৭

অনুপত্রিকা অভিজ্ঞতা মনমধুর।
"সাহিত্যপত্রিকা করতে গিয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা হয়, পৃথিবীতে দুমিনাগের চেয়ে লোক। মানুষের সংখ্যা বেশি। তোমারও ভোটিবিন্যাস আছে। যেমন বোকা, আধবোকা, নীরেট বোকা বা ডিজিটাল ইডিয়ট। বইমেলা এলেই নিজেকে সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করার একটা আশা আসা জাগে — "
সুধীর সরকার, সম্পাদক : বইকথা ও সাহুসমাচার
১২৯
সুখ ও সমকালের কথা কাগজ
"অর্থনৈর আন্দোলনকারী মহলা দূর করতেন সাহিত্যের কাজ। শুধু সময়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নয়, সময়কেও প্রভাবিত করতে হয় সাহিত্য ও সৃজনশীল সংবেদনা দ্বারা। মূলত এই মানবতা থেকেই সাহিত্যের আসল কথা।"
জ্যোতির্ময় রায়, সম্পাদক : প্রজন্ম চত্বর ১৩৩
অভিনয় ত্রিপুরা
"নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, প্রতিবাদ, ক্ষোভ, সমঝোতা, দায়বোধ এবং তার ক্রমাগত রূপান্তরকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা 'অভিনয় ত্রিপুরা'র অন্যতম লক্ষ্য।"
লক্ষণ কুমারঘটক, সম্পাদক : অভিনয় ত্রিপুরা
১৩৭
নীলকণ্ঠের কথা
"খাতে খাতে জেগে ত্রৈমাসিক পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর অনিবার্য ছেদ পড়ে গেলো। হতাশ হলাম আংশিক দীনতায়। কিন্তু পিছু হাটেনি। তাই ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ধিত কলেবর ও প্রতিশ্রুতি রেখে প্রকাশ পেল "নীলকণ্ঠ"।
[illegible], সম্পাদক : নীলকণ্ঠ ১৪০
সরণি
সত্যজিৎ দত্ত, সম্পাদক : সরণি ১৪২
কবিতা.com
সত্যজিৎ দত্ত, সম্পাদক : কবিতা.com ১৪৪
প্রয়াস
মল্লিকা চক্রবর্তী, সম্পাদক : প্রয়াস ১৪৬
'উত্তরমেঘ' বার্ষিক সাহিত্যপত্র
নিখিল রায়, সম্পাদক : উত্তরমেঘ ১৪৮

ISSN : 2278-7658

স্রোত

সাহিত্যের স্রোত ও স্রোতস্বী

২৪ বর্ষ, ৬৮-৬৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬

স্রোত SROT

আন্তর্জাতিক

লিটল ম্যাগাজিন

উৎসব ২০১৬

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক : গোবিন্দ ধর

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

|| মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা ||

এক বৎসরকালীন বাংলা ভাষা ডিপ্লোমা পাঠক্রম

প্রথম ষাণ্মাসিক (২য় পত্র)

বাংলা ভাষা বিজ্ঞান

দূর-শিক্ষা কেন্দ্র

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গভবন

অরুণকুমার চন্দ রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, কাছাড়, আসাম।

One-Year Diploma Course in Bengali Language (DCBL)
First Semester (Paper II)

General Bengali Grammar

Distance Education Centre
Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan
Banga Bhawan
Arun Kumar Chanda Road, Silchar-788001, Cachar, Assam

বিষয়-বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী–

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ড. সুবীর কর, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ড. ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি
ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি
ড. জন্মজিৎ রায়, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ
শ্রী আবিদ রাজা মজুমদার, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেহেরু কলেজ, পয়লাপুল

বিষয় ঃ বাংলা ভাষা বিজ্ঞান

প্রথম ষাণ্মাসিক, পত্র ২

রচনা —

সঞ্জীব দেবলস্কর, আহ্বায়ক ও সম্পাদক, ভাষা আকাদেমি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচ

সম্পাদনা সমিতি –

গৌতমপ্রসাদ দত্ত, জ্যেষ্ঠ-শিক্ষক, নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলচর
সুশান্ত কর, বাংলা বিভাগ, তিনসুকিয়া কলেজ, তিনসুকিয়া,
তমোজিৎ সাহা, বাংলা বিভাগ, রামানুজ গুপ্ত কলেজ, শিলচর

Editirial Board member

সম্পাদনা সহযোগিতা — কবীর হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত প্রবক্তা, কাছাড় কলেজ, শিলচর

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৭

© বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর

First Published : October 2017

© **Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan**

Block 1, Book 2

Genaral Bengali Grammar : 20+80

A Self-Learning Course Material of Distance Education Centre, Barak Upatyaka Banga Sahity Sanskriti Sammelan, Silchar for the Diploma Course in Bengali Language (DCBL) Program, appro by the Govt. of Assam (vide Government Notification No : ASE/313/2013 / 207 A Dated 01/06/2017

• Written by Sanjib Deblaskar, Published by Dr. Sabyasachi Roy, Registrar, Distance Education Cent and General Secretary, Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan, Printed at Silch Sungraphics, Ullaskar Dutta Sarani, Sichar-788001, Assam.

বিষয়সূচি

মুখবন্ধ ৫

প্রাক্-কথন ৭

সম্পাদকীয় ৯

বাংলা ভাষাবিদ্যা চর্চার আড়াই শতক —*সুশান্ত কর* ১৩ -23

পুথি সাহিত্যের ভাষাবিচার : কাছাড়ের পুথি 'পারিজাতহরণ' —*তুষারকান্তি নাথ* ২৪

লোকভাষার সন্ধানে : প্রেক্ষিত বরাক উপত্যকা —*সঞ্জীব দেবলস্কর* ৩৮

বরাক উপত্যকার কথ্য বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য —*আবিদ রাজা মজুমদার* ৪৮

বাংলা তৎসম শব্দের বানান ঃ সংশয় ও মীমাংসা — *জন্মজিৎ রায়* ৫৮

প্রসঙ্গ বাংলা বানান সংস্কার —*সুজিৎ চৌধুরী* ৭০

বহুভাষিক চরিত্রই আমাদের সম্পদ —*জয়দীপ বিশ্বাস* ৭২

বহুবাচনিক বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী —*ডঃ মণিহন সিংহ* ৭৬

প্রসঙ্গ ডিমাসা ভাষা —*সুদীপ্তা খেরসা* ৮২

বরাক উপত্যকার চা জনগোষ্ঠীর ভাষা —*সন্তোষ রঞ্জন চক্রবর্তী* ৯০

ভাষা ও প্রযুক্তি : আন্তর্জালে বাংলা ভাষা —*সুশান্ত কর* ৯৫

ক্রোড়পত্র :

ক. ভাষার ভুল, ভুলের ভাষা —*অমিতাভ দেব চৌধুরী* ১২৯

খ. বরাক উপত্যকার চিত্রকলার ভাষা —*গণেশ নন্দী* ১৩২

গ. বরাক উপত্যকার নাটকের ভাষা —*শান্তনু পাল* ১৩৮

ঘ. বরাক উপত্যকার গানের ভাষা —*সম্পাদকীয় প্রস্তাবনা* ১৪১

বিশেষ প্রতিবেদন :

১. আকাদেমি সম্মাননা, পঞ্চবিংশতিতম এবং ষড়বিংশতিতম ১৪৫

২. ভাষা আকাদেমি সম্মাননা প্রাপকদের উদ্দেশে সম্মেলন প্রদত্ত মানপত্রের বয়ান ১৪৬

৩. আকাদেমি পত্রিকা — পঞ্চম সংখ্যা প্রসঙ্গে ১৪৮

৪. আকাদেমি পত্রিকা — গত পাঁচটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি ১৪৯

ISSN 2249-5207

ভাষা ও সংস্কৃতি : বরাক উপত্যকা

আকাদেমি পত্রিকা
২০১৬

ভাষা আকাদেমি
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

ভাষা ও প্রযুক্তি : আন্তর্জালে বাংলা ভাষা

সুশান্ত কর

ামি বাংলা মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার ঃ

শিলচর, লক্ষ্মীপুরে বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী যখন সরকারিভাবে অসমিয়া ভাষা বহারের নির্দেশিকা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন আমরা সবাই জানি একেবারেই ভুল কারণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে কটা গেল গেল রব পড়েছিল। 'আসামের ভাষা হবে অসমিয়া' দীর্ঘদিন লালিত একটা ধারণা থেকেই অনেকে থমে পথে নেমেছিলেন। পরে যখন জানলেন বরাকের ভাষা তো বহু আগে থেকে সরকারিভাবে বাংলা হয়েই াছে তখন ধীরে ধীরে তারা নীরব হয়ে পড়েন। এইসব বিভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে আসামের সর্বজনমান্য মুক্তমনা দগ্ধ ব্যক্তিটিও ছিলেন। এটাই মজার। এটা হয়, বিদগ্ধ মানুষেরাও সমাজ সভ্যতার সম্পর্কে কিছু গোঁড়ামোকে জান্তেই লালন করে থাকেন, তিনি যে ভাষারই লোক হোন। তার দিন কতক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দেশিকা নিয়েও বেশ হৈচৈ হয়। নির্দেশিকাটি সম্ভবত ছিল সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের এবার থেকে সমস্ত াগাযোগ, এমন কি আন্তর্জালে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমেও করতে হবে হিন্দি ভাষাতে। ক্ষিণের তামিলাড়ু সরকার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। এর বাইরেও অনেকে বিরুদ্ধে লেখালিখি করেছেন, সংসদে শ্ন তুলেছেন। ফেসবুক, টুইটারেরও এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। পরে জানা গেল, এই নির্দেশিকা তো আগের রকারই দিয়ে গেছিল মার্চ মাসে, নির্বাচনের আগে আগেই। নতুন সরকার এসে তারই পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। ন্তু এবারে বিতর্ক হবার কারণ তাদের দর্শনের মধ্যেই আছে— হিন্দু আধিপত্যের সঙ্গে হিন্দি আধিপত্যের একটা নসিকতা। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে হিন্দিতে বক্তৃতা করে হৈচৈ ফেলেছেন। ফলে অনেকে তঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে এতে ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করবে হিন্দি। বাকি ভারতীয় ভাষা আছে যে তিমিরে কে যাবে সেখানেই। পরে সরকার এই স্পষ্টিকরণ দিয়ে বিতর্কটি থামিয়েছে যে, নির্দেশিকাটি শুধুই হিন্দিভাষী দেশগুলোর জন্যে। বাকিরা তাই করবেন এতদিন যা করছিলেন।

বর্তমান সরকারের হিন্দিপ্রেম নিয়ে আমাদেরও কোনো সংশয় নেই। হিন্দিকেই এরা মনে করেন ভারতের ষা। ঐতিহাসিক কারণেও গড়ে উঠবার কাল থেকেই উর্দু এবং হিন্দিকে বলা হতো 'হিন্দুস্তানি'—মানে ন্দুস্তানে'র (হিন্দুস্থানের!) ভাষা। এখন উর্দুর আভিজাত্য গেছে। সংস্কৃত জায়গা নেবে। হয় সংস্কৃত, নয় হিন্দি। ই দুই ভাষাকে নিয়েই নতুন শাসকদের যত ভাবনা। কিন্তু কিছু আখ্যানের ভেতরেই তাকে অন্তর্ঘাত করবার তি-আখ্যান ঢোকে পড়ে কখনো। সেই প্রতি-আখ্যানের দিকে নজর ফেললে ঘটনাক্রম আমাদের কাছে বেশ সাহের কারণ হবে। ভাষা নিয়ে আমাদের এদ্দিন অত্যন্ত গোঁড়া অবস্থানটি কী ছিল? ইংরেজি ছাড়া বিদেশের ঙ্গে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারেই অসম্ভব; ইংরেজি একটি বিশ্বভাষা; এই ভাষার কাছে ত্মসমর্পণ ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। আমাদের ভাষার সবচাইতে জনপ্রিয় কাগজ 'আনন্দবাজার' বং তাদের যাবতীয় প্রকাশনা এই সব তত্ত্ব প্রচার করে যেতো। মাতৃভাষার জন্য যত না, ততোধিক বেশি লড়াই এরা